যুগান্তর

16 JAN 2010

পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬শ' শিক্ষক দেশে নেই

মুসতাক আহমদ

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের 'বিশ্ববিদ্যালয় ছুট' প্রবণতা ভয়াবহভাবে বেড়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধেকেরও বেশি শিক্ষক মূল শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, দেশের ২৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১৬শ' শিক্ষক বর্তমানে দেশেই নেই। তারা সবাই উচ্চশিক্ষার নামে বিদেশে গেছেন। এছাড়া আরও দু'সহস্রাধিক শিক্ষক দেশের ভেতরে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন চাকরি করছেন। এনজিও ব্যবসা, বিদেশী সংস্থায় পরামর্শকসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে খণ্ডকালীন কাজ করছেন আরও সহস্রাধিক শিক্ষক। সব মিলিয়ে ২৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৮ হাজার ৩২০ জন শিক্ষকের মধ্যে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার শিক্ষকই বিচ্ছিন্ন রয়েছেন মূল শিক্ষা কার্যক্রম থেকে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, শিক্ষকদের এই 'বিশ্ববিদ্যালয় ছুট' প্রবণতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের সার্বিক উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পড়েছে শিক্ষক : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৪

শিক্ষক : বিশ্ববিদ্যালয়ের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এক ধরনের শিক্ষক সংকটে। যে কারণে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের শিক্ষা ছুটিসহ অন্যান্য ছুটিতে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, কোন বিভাগের সর্বাধিক ৩০ ভাগের বেশি শিক্ষক ছুটিতে যেতে পারবেন না। তবে সরকারের এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। সূত্র জানায়, এভাবে প্রতিবাদ আশায় সরকার প্রজ্ঞাপন প্রত্যাহার না করলেও বিষয়টি শিথিলভাবে দেখছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নীতিহীন কর্মকাণ্ডের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে কয়েকদিন আগে রাষ্ট্রপতির কাছে ইউজিসি পেশকৃত বার্ষিক রিপোর্টে। তাতে তারা একটি নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশ করে বলেছে, 'সাম্প্রতিককালে কমিশন উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিকল্পিতভাবে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিশেষত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে) খণ্ডকালীন শিক্ষকতা বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কনসালটেন্সি করার কারণে নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। তাই প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের সম্পৃক্ততা যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে সীমিত রাখার লক্ষ্যে শিক্ষকতা বা কনসালটেন্সির জন্য যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন ও এর যথাযথ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া বাঞ্ছনীয়।' জানা গেছে, সংসদের চলতি অধিবেশনেই রিপোর্টটি উপস্থাপন করা হবে। অভিযোগ রয়েছে, শিক্ষকদের এ 'ছুটি বাণিজ্য' এবং অবৈধভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকার কাজে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করে থাকে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। শিক্ষক রাজনীতি এবং বিভিন্ন নির্বাচনে জয়লাভের আশায় সংশ্লিষ্ট প্রশাসন একচেটিয়াভাবে এ অন্যায় কাজকে সমর্থন দিয়ে থাকে বলে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। ফলে ছাত্রদের আপত্তির বিষয়টি দেখা কিংবা তাদের অধিকার নিশ্চিত করার কেউ নেই। বরং কখনও যদি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা প্রতিবাদ জানায়, সেক্ষেত্রে বলি হয় সংশ্লিষ্ট ছাত্র। এক্ষেত্রে নম্বর কম দিয়ে অনেকের জীবনেই লালবাতি জ্বালিয়ে দেয়ার ঘটনা রয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের একরকম মুখ বুজেই সব সহ্য করতে হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বর্তমানে ২৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮ হাজার ৩২০ জন শিক্ষক রয়েছেন। এর মধ্যে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার শিক্ষকই পাঠদানের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন। মঞ্জুরি কমিশনের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, বিদেশে শিক্ষা ছুটিতে অবস্থান করছেন ১ হাজার ৫২৯ শিক্ষক। এছাড়া সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫৩ জন আছেন প্রেষণে। বিদেশে অননুমোদিত ছুটি নিয়ে অবস্থান করছেন ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫২ জন। এছাড়া ৫১টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন চাকরি করছেন ৩ হাজার ৫৪৩ জন। সূত্র মতে, প্রকৃত চিত্র আরও করুণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খণ্ডকালীন শিক্ষকের সংখ্যা কিংবা পূর্ণকালীন শিক্ষকের বিষয়ে অনেক সময়ই সঠিক তথ্য দেয় না। আর এর চেয়েও লজ্জার তথ্য হচ্ছে, আয়ের ১০ ভাগ 'ওভারহেড চার্জ' হিসেবে দেয়ার ভয়ে অনেক শিক্ষক নিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমতি বা অনাপত্তি (এনওসি) নেন না। আবার অনেকে একই সঙ্গে ৩-১০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যন্ত পড়িয়ে থাকেন। ফলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নিজের 'মাদার প্রতিষ্ঠানে' (যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) কোনরকম হাজিরা দিয়ে বেরিয়ে পড়েন 'খ্যাপ' বাণিজ্যে। আর এ কারণে কি পাবলিক আর কি প্রাইভেট— কোন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীই ওই শিক্ষককে ক্লাসের বাইরে সহায়তা নেয়ার জন্য খুঁজে পান না। প্রসঙ্গত, এসব খণ্ডকালীন শিক্ষকের মধ্যে হাই স্কুল, কলেজ, সদ্য পাস করা এমনকি সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা পর্যন্ত রয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বুধবার ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলামের সঙ্গে আলাপকালে জানান, তার কাছে এমন অনেক অভিযোগ রয়েছে।

ইউজিসি'র সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন মতে, ছুটি নেয়ার সংখ্যাগত দিক থেকে এগিয়ে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৮ শিক্ষক বর্তমানে শিক্ষা ছুটিতে বিদেশে অবস্থান করছেন। অননুমোদিত ছুটি নিয়ে আছেন আরও ৭৫ জন শিক্ষক। যাদের মধ্যে ৫৪ জনের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনার পরিমাণ প্রায় ১ কোটি টাকা। এছাড়া দেশের ভেতরে ও বাইরে সরকারি প্রতিষ্ঠানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেষণে নিয়োজিত আছেন আরও ৫৫ জন (তবে এ সংখ্যা বর্তমানে আরও বেশি)।

এক্ষেত্রে সংখ্যাগত দিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে থাকলেও অনুপাতগত দিক থেকে এগিয়ে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধিক ৫৫ ভাগ শিক্ষক পর্যন্ত ছুটিতে আছেন। এ অবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে, ওইসব বিশ্ববিদ্যালয় চলছে কিভাবে?

ইউজিসি জানায়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১৩ জনের মধ্যে ৬৯ জনই ছুটিতে। আর ৫ জন বাইরে প্রেষণে কাজ করছেন। রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৯ জনের মধ্যে ৫৩ জন ছুটিতে। ৩ জন প্রেষণে এবং অবৈধভাবে ৩ জন বাইরে রয়েছেন। হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০২ জন শিক্ষক আছেন। এর মধ্যে ৩৬ আছেন শিক্ষাছুটিতে। আরও একজন প্রেষণে ছুটিতে আছেন। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮৪ জন শিক্ষকের ১৮ জনই আছেন শিক্ষা ছুটিতে। ১ জন প্রেষণে এবং ২ জন আছেন অননুমোদিত ছুটিতে। চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ শিক্ষকের ৩১ জনই আছেন শিক্ষা ছুটিতে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৩ শিক্ষকের ৯২ জনই আছেন ছুটিতে। ছুটি ভোগকারীর মধ্যে ১ জনের আবার ছুটির মেয়াদ শেষ হয়েছে বহু আগে। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩৬ জনের মধ্যে ১২১ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে। এর মধ্যে ১১ জন ছুটি শেষেও ফিরে আসেননি। ৪ জন প্রেষণে ছুটিতে আছেন। এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা বেশি শোচনীয়। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪৮ শিক্ষকের মধ্যে ১৮১ জন আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে। এর মধ্যে ১৫৬ জন শিক্ষা ছুটিতে, ৬ জন অবৈধ ছুটিতে ও ১৯ জন প্রেষণে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০৫ শিক্ষকের মধ্যে ২২৭ জন রয়েছেন শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে। এর মধ্যে ২০৭ জন শিক্ষা ছুটিতে ও ২০ জন আছেন প্রেষণে। বুয়েটের ৪০৭ শিক্ষকের মধ্যে শিক্ষা ছুটিতে আছেন ১৩৫ জন। ১৫ জন আছেন প্রেষণে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা ৭৩২। এর মধ্যে ১০৪ জনই আছেন শিক্ষা ছুটিতে। ১৩ জন অবৈধ ছুটি এবং ১২ জন প্রেষণে আছেন।

ইউজিসি সূত্র জানায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে খণ্ডকালীন শিক্ষক রয়েছেন, তাদের বেশিরভাগই অধ্যাপক। এছাড়া সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক এবং লেকচারার পর্যন্ত খ্যাপ বাণিজ্যে ছুটছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এসব খণ্ডকালীন শিক্ষকের বেশিরভাগই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণকালীন শিক্ষক। সূত্র জানায়, বড় চারটি পাবলিকসহ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাজারও তুঙ্গে। অভিযোগ রয়েছে, এরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনরকম দায়সারাভাবে ক্লাস নিয়ে বেরিয়ে পড়েন 'বাণিজ্যে'। সারাদিন শিক্ষার্থীরা তাদের নাগাল পান না।

ইউজিসির তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ হাজার ৮২১ জন পূর্ণকালীন শিক্ষক রয়েছেন। সূত্র জানায়, এদের মধ্যে অনেকে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা ছুটি নিয়ে যোগদান করেছেন। আবার অনেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চাকরি ছেড়ে এসে যোগদান করেছেন। তবে পূর্ণকালীন শিক্ষকদের বেশিরভাগই নবীন এবং সদ্য পাস করা। অনেকে এখনও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার পাঠ চুকাননি বলে ইউজিসির কাছে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে।